বাংলা ভাষার প্রাণ – মাহাথির মোবারক

৯

একুশে ফেব্রুয়ারি হলো বাংলা ভাষার প্রাণ
বিশ্ব দরবার তাই দিয়েছে যথার্থ সম্মান।
একুশে ফেব্রুয়ারি আজ শুধু বাংলার নয়
একুশে ফেব্রুয়ারি যেন করেছে বিশ্বজয়।

ভাষার তরে শহীদ হলো সেই মহাবীর যারা ইতিহাসের মহাকালে মহানক্ষত্র তারা। মাতৃভাষা আর মা একই কথা পূণ্যময়
মায়ের ভালোবাসা মাতৃভাষাতেই জেগে রয়।

মাতৃভাষা দিবস হলো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজ এ পৃথিবী বলে, আমরাও তা পালন করি।
রফিক সফিক বরকত জব্বার সালাম
সকলের প্রতি একরাশ সম্মান পৌঁছালাম।

আমার মামা – মো: মোস্তাফিজুর রহমান (ইমন)

ছোট থেকেই আমি বড় তার কাছে
আমার চেয়ে দামি, তার আর কে আছে।
আমার হাসিতেই তার হাসি খুশি,
আমায় নিয়ে তার মনে, স্বপ্ন রাশি রাশি।

দৌড়ে ফাটিলো ললাট আমার উপল-ঘায়
এই দেখে মামার তো আর হুশ নাই,
পুরো নিশি মাথার পাশে, বসে শুধু কাঁদন ‘ইশ্বর’ যেনো ছিন্ন না হয় এই মায়ার বাঁধন।

আমার মামার চরন তলেই, হোক না আমার ঠাই
মামার মতো একটি মামা, এই জগতে নাই।

মেপ্র/আরজেএম

সোনার বাংলা – ওবায়দুল মুন্সী

গাছে-গাছে সকাল-সন্ধ্যা
ডাকে হরেক পাখি
ভালোবাসি সোনার বাংলা
দেখে জুড়ায় আঁখি

নদী-বিলে শাপলা মাছের
দেখে জলের খেলা
গানে-সুরে বাউল মনের কাটে নিত্য বেলা

দেখি নাতো আমার দেশের মতো অন্যদেশে
দিতে পারে জীবন কারোর কভু এমন হেসে

এদেশে যে জনম আমার
জানি মরণ হবে
সুখেদুখে বুকের ভেতর তবু আপন রবে।

মেপ্র/আরজেএম

মুখোমুখি – জাহাঙ্গীর ডালিম

তুমি ও থাকো
আমি ও থাকি
দু’জনই মুখোমুখি
অথচ
দেখা হয় না অনন্ত কাল…

মেপ্র/আরজেএম

সুখ – গোলাম মোর্শেদ চন্দন

আমায় যারা সুখি ভাবে, তারা তো কেউ সুখি নয়
এক জীবনে সেইটুকু সুখ যার যতটা অপচয়
তাই তো দেখি ঘরে বাইরে এমন ভুলের অভিনয়।।

ক্ষণিক ভাসি সুখের আশায় ক্ষণিক দুঃখের টানে
সুখ দুঃখ সমান সমান রসিক সেজন জানে।
সেই সুখি জন মিলবে তখন, পেলে নিজের পরিচয়।।

সুখ পাখিটা আপন ঘরে থাকলে অভিমানে
হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে চলে ভাটিতে উজানে।
উজান ভাটি ভাসায় মাটি, নিগূঢ়তা মানতে হয়।।

মেপ্র/আরজেএম

ফাগুন এলে – সাঈদুর রহমান লিটন

পলাশ ফুলে ভ্রমর হাসে
ফাগুন এলে বনে,
গাঁদা ফুলের নানান রঙে
আগুন লাগে মনে।

সরষে ফুলে মাঠের মাঝে
হলুদে ছড়াছড়ি,
গাছের ডালে হলুদ পাখি
সাজছে যেনো পরি।

আম্র বনে মুকুল দেখে
অলিরা ছুটে আসে,
গুনগুনানি গানের সুরে
মৌ মাছিরা হাসে।

বর্ণমালার স্বর্ণগুলো – জুলফিকার আলী

একুশ শেখায় ভাষার প্রীতি
একুশ বাড়ায় গর্ব,
বিশ্ব মাঝে ত্যাগ বাঙালির
আমরা তুলে ধরব।

রক্ত দিয়ে পেয়েছি যে বাংলাভাষা স্বর্ণ,
লাখো টাকায় যায় না কেনা প্রিয় বাংলা বর্ণ।

শ্রদ্ধা জানাই সেই শহীদদের দিই তাদের ফুলও,

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ – □□□□□ □□□□□□ □□□

□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□,
□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□,
□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□,
□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□,
□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□ □□□□…
□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□,
□□□□ □□□□□□…
□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□,
□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□,
□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□

“□□ □□□□□□”- □□□□□ □□□□□□□

□□ □□□□□□, □□ □□□□□□
□□□ □□ □□□□ □□□,
□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□

তবু ভাবি লিখবো কিছু দেখি গাঁয়ে গিয়া,
আগে থেকে বসে আছেন
বন্দে আলী মিয়া।

পল্লীর কথা ভেবে আমি
হয় যে উদাসীন,
সে সব নিয়ে লিখে গেছেন
কবি জসীমউদ্দীন।

আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য্য হলো সবি সত্য,
এসব নিয়েও লিখে গেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মহাকাব্য লিখে গেছেন
মধু ও কায়কোবাদ,
সব কিছু ভেবে শেষে
নিজেই গেলাম বাদ।

তাই তো শুধু এখন
“সুমি” আমার কাব্যের ইতিহাস, লিখবো তাকে নিয়ে কবিতা
আমি বার মাস।

পাহাড়িকা

উপন্যাস পাহাড়িকা
কাব্যগ্রন্থ নীল নীলাম্বরী। পাওয়া যাচ্ছে দাঁড়িকমা প্রকাশনী। স্টল ৬৯৮